কোটচাঁদপুর ৫২ তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্ভোধন

আমি দশ লক্ষ মানুষের দ্বারে দ্বারে তাদের হক পৌঁছে দিতে চাই আপনাদের সহযোগিতায়। যারা আমাকে ভোট দিয়ে এ আসনে বসার সুযোগ করে দিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে কোটচাঁদপুর পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠের ৫২ তম শীত কালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন, ঝিনাইদহ -৩ আসনের সংসদ সদস্য মেজর জেনারেল অবঃ সালাহ উদ্দিন মিয়াজি।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান মোছাঃ শরিফুননেসা মিকি,কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল- মামুন,উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা মুক্তি যোদ্ধা কমান্ডার(সাবেক) তাজুল ইসলাম,পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি কাজী আলমগীর হোসেন,সাব্দালপুর ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল মান্ন, জোড়া ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল জলিল বিশ্বাস।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন, সাবেক উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মীর কাশেম আলী,কোটচাঁদপুর পৌর যুবলীগের সভাপতি মেহেদী হাসান বুলবুল,সাধারণ সম্পাদক শেখ সোহেল আরমান। উপস্থিত ছিলেন, ৩৪ টি স্কুল,কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রীরা। পরে সংসদ সদস্য ফেস্টুন উড়িয়ে শীত কালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

এরপর শুরু ৩৪ টি স্কুল,কলেজ, মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রীদের অংশ গ্রহনে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অশোক কুমার সরকার।

কোটচাঁদপুরে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চুরি করতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরা ২

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চুরি করতে গিয়ে হাতে- নাতে ধরা পড়েছেন,নানী- নাতনী। আজ রবিবার সকালে ধরা পড়ার তাদেরকে পুলিশে সৌপর্দ করেছেন,স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কতৃপক্ষ।

জানা যায়, রবিবার সকালে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে আসেন সখিনা বেগম (৪২) আর সোনিয়া খাতুন (২০)। সম্পর্কে নানী- নাতনী টিকিট কেটে লাইনেও দাড়ান তারা। এরপর সুযোগ বুঝে লাইনে দাড়ানো চিকিৎসা নিতে আসা রজিনার ব্যাগে হাত দেন টাকা চুরি করতে। এ সময় হাতে- নাতে ধরে ফেলেন নাতিন সোনিয়াকে। পরে তাঁর কথা মত আটকানো হয় নানী সখিনা বেগমকেও।

পরে খবর দেয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে তাদেরকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর থানায় নিয়ে যান।

আটকৃত হলেন,যশোর রুপদিয়া এলাকার শহীদ মুন্সীর স্ত্রী সখিনা বেগম (৪২),ও ফরিদপুর বদুরপুরের জিয়ারুলের স্ত্রী সোনিয়া খাতুন (২০)। তারা সম্পর্কে নানী- নাতনী বলে জানা গেছে সংশ্লিষ্ট সুত্রে।

বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ বলেন,যার মালামাল খোয়া গেছে, সে বাদী হবে। এর আগেও চুরি হয়েছে, আমরা তো জিডি করছি।

তিনি বলেন আমরা কতগুলো চুরির বাদি হব। এটা তো প্রতিনিয়ত ৩৬৫ দিনই চুরি হচ্ছে। আমরা সবগুলোর বাদি হয়ে সারা মাস ধরে আদালতে হাজিরা দিয়ে বেড়াই আর কি। তিনি আরো বলেন, এটার বাদি তো পুলিশই হতে পারে।

কোটচাঁদপুর থানার ডিউটি উপপরিদর্শক(এসআই) নাজিবুল হক বলেন,খবর পেয়ে পুলিশ কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে থানায় নিয়ে এসেছেন। তাদের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

কোটচাঁদপুরে কনকনে শীতে বোরো ধানের চারা রোপনে ব্যস্ত কৃষকরা

শৈত্য প্রবাহের মৃদু বাতাস আর কনকনে শীতে মানুষ যখন জড়োসড়ো। ঠিক সে সময় বোরো ধানের চারা রোপনে ব্যস্ত সময় পার করছেন, লেবাররা। এ চিত্র কোটচাঁদপুর উপজেলার তালসার – কুশনার মাঠে। সব কিছু ঠিক থাকলে এ বছরও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে জানিয়েছেন কৃষি কর্মকর্তা।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলায় ৫ টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা। এ উপজেলার প্রধান ফসল ধান। বেশ কয়েক দিন ধরে শুরু হয়েছে এ বছর বোরো ধান রোপন কার্যক্রম। তবে থমকে যাচ্ছে শৈত্য প্রবাহের মৃদু বাতাস,আর কনকনে শীত। এতে করে জগোসড়ো হয়ে যাচ্ছে মানুষ।

এরপরও প্রকৃতির এমন আচারনকে উপেক্ষা করে, কোটচাঁদপুর উপজেলায় সর্বত্র চলছে বোরো ধান রোপনের কাজ। গত শুক্রবার সকালে কোটচাঁদপুরের তালসার কুশনা মাঠে দেখা যায় বোরা ধান রোপনের এমন দৃশ্য।

এ প্রসঙ্গে ধানের জমিত কাজ করা লেবার লিটন হোসেন,সুলতান হোসেন,আশাদুল ইসলাম বলেন, আমরা তাহাজ্জেল হোসেনের নেতৃত্বে কাজ করি। আজ এখানে ১৭ জন লেবার কাজ করছি।

তারা বলেন,আমরাও তো মানুষ। আমাদের ও শীত লাগে। শীতে জড়োসড়ো হই। তারপরও কাজ তো করতে হবে।

লেবারা বলেন,কাক ডাকা ভোরে আসি। এরপর জমি থেকে চারা উঠিয়ে, তা জমিতে রোপন করে থাকি। আজ আমরা ৮ বিঘা জমিতে চারা রোপন করেছি। যাতে করে এক জনের ৭/৮ শ টাকা করে আয় হবে।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, এ উপজেলায় চাষিরা চাষ করে থাকেন,হান্ড্রেড,বিরি-৫০, বিনা ২৫ জাতের ধান। এ বছর যোগ হয়েছে

ধানের নতুন জাত হান্ড্রেড বঙ্গবন্ধু জাতের ধান।

গেল বছর এ উপজেলায় ৬ হাজার ১ শ ৫০ হেক্টর জমিতে ধান হয়েছিল। এ বছর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬ হাজার ১ শ ৮৯ হেক্টর জমি। যা গেল বছরের তুলনায় ৩৯ হেক্টর জমি বেশি চাষ হবে। সব কিছু ঠিক থাকলে এ লক্ষ্যমাত্রা পূরনের আশা প্রকাশ করেছেন,কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রাজিবুল হাসান।

তিনি বলেন,এ বছরও চাষিদের মধ্যে কৃষি প্রনোদনা হিসেবে স্যার ও বীজ দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে ছিল ৫ কেজি করে হাইব্রিড ধানের বীজ ও ২০ কেজি সার। এ সব দেয়া হয় ৬ শ চাষির মধ্যে। আর ১৮ শ চাষির মধ্যে দেয়া হয়,৫ কেজি উফশি ধানের বীজ ও সম পরিমাণ সার।

এ বছর বোরো ধানের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬ হাজার ১ শ ৮৯ হেক্টর জমি। যা গেল বছরের তুলনায় ৩৯ হেক্টর বেশি। স্যারের দাম ও সরবরাহ নিয়ে প্রশ্ন তুললে, তিনি বলেন,স্যারের কোন ঘাটতি নাই। চাষিরা তাদের চাহিদা মোতাবেক সার পাবেন। আর দাম নিয়ে কোন অভিযোগ জানা নাই। তবে যদি কেউ লিখিত অভিযোগ করেন, তাহলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কোটচাঁদপুরের বর্গা চাষি কবির হোসেনের কলা গাছ কর্তন

কোটচাঁদপুরের বর্গা চাষি কবির হোসেনের ১০৩ টি ফলন্ত কলা গাছ কেটে সাবাড় করে দিয়েছে দূর্বৃত্তরা। গতকাল মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার তালসার গ্রামের খেয়াঘাট পাড়ার মাঠে। এতে করে ৮০ হাজার টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে দাবি ওই চাষি কবির হোসেনের।

চাষি কবির হোসেন বলেন,আমার নিজের কোন জমি নাই। জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করি আর পরের জমিতে কাজ করে সংসার চালায়। এক বিঘা জমি এখানে। এ জমির মালিককে বছরে ১৬ হাজার টাকা বর্গা বাবদ দিতে হয়। আর চাষ খরচ হয়েছে প্রায় লক্ষ্যাধিক টাকা। দূর্বৃত্তরা আমার জমির যে কলা গাছ কেটে দিয়েছেন, এতে আমার প্রায় ৭০/৮০ হাজার টাকার

ক্ষতি হয়েছে।

আমি ওই দূর্বৃত্তদের শাস্তি চাই। বিষয়টি থানা অথবা পুলিশ ফাঁড়িকে জানিয়েছেন কিনা,এমন প্রশ্ন তিনি বলেন, এখন জানানো হয়নি। জানাতে হবে।

প্রতিবেশী কামরুল হাসান বলেন, তালসারের ঘাটপাড়ার মাঠ এটি। একবিঘা জমি বর্গা নিয়ে কবির ভাই কলার চাষ করেছিল। জমিতে ২৪০ টি গাছের মধ্যে ১০৩ টি কলার গাছ কেটে দিয়েছে। তিনি বলেন, আমার জানামতে যে কলা গাছ কেটে দিয়েছে,তা প্রতি কাদি কলা ৭ শ থেকে ৮ টাকা দামে বিক্রি হত। ওই হিসেবে ৭০/৮০ হাজার টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে ওই চাষির।

কোটচাঁদপুরের তালসার পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) কিশোর কুমার দত্ত বলেন, আমি জানতাম না। আর এ পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ ও করেনি এ বিষয়ে। এখন আপনারদের মাধ্যমে জানতে পারলাম। খোজ নিয়ে দেখছি, আসলে কি ঘটেছে।

কোটচাঁদপুর পল্লীতে পানিতে পড়ে শিশুর মৃত্যু

কোটচাঁদপুরে টিউবওয়েলের গর্তের পানিতে পড়ে আবু হুরাইরা নামের ২ বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার ঘটনা ঘটেছে সাবদারপুর গ্রামে।

জানা যায়, দুপুরের দিকে বাড়ির উঠানে খেলছিল হুরাইরা ও সহ পাটিরা। খেলতে খেলতে বল চলে যায় টিউবওয়েলের পানির গর্তে। এরপর বলটি তুলতে গিয়ে ওই গর্তের পানিতে পড়ে যায় শিশুটিও। পরে স্বজনরা পানির গর্ত থেকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে যান। তবে পথের মধ্যেই সে মারা যায় বলে জানান তিনি। হুরাইরা মশিয়ারের একমাত্র ছেলে। তবে তাঁর আরেকটি মেয়ে আছে। হুরাইরা কোটচাঁদপুর সাবদারপুর কলেজ পাড়ার মশিয়ার রহমানে ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ রাজিয়া সুলতানা (ডানা) বলেন,স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনার আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। আমরা তাঁকে মৃত অবস্থায় পেয়েছি।

কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক (এসআই), হারুন অর রশিদ বলেন,বাড়ির উঠানে খেলছিল আবু হুরাইরা (দেড় বছর)। খেলতে খেলতে হঠাৎ বলটি চলে যায় বাড়ির পাশের টিউবওয়েলের পানির গর্তে। এরপর সে ওই বল তুলতে গেলে গর্তের পানিতে পড়ে যায়।

তাঁর স্বজনরা দেখতে পেয়ে,উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার পর শিশুটির মৃত্যু হয়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ওই ঘটনায় থানায় অপমৃত্যুর মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

লাইসেন্স নবায়ন করাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনে কোটচাঁদপুরের দলিল লেখক সমিতি

লাইসেন্স নবায়ন করাকে কেন্দ্র করে আন্দোলনে কোটচাঁদপুরের দলিল লেখক সমিতি। বন্ধ করেছেন দলিল লেখা। এতে করে বে-কায়দায় পড়েছেন জমি রেজিষ্ট্রি করতে আসা মানুষেরা।

গতকাল বুধবার থেকে এ আন্দোলন করছেন তারা। সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এ আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ কুমার পাল।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, দলিল লেখক প্রভাষ কুমার নন্দি। যার লাইসেন্স নাম্বার ১৫৫/১৭। এ লাইসেন্সে সে মহেশপুরে দলিল লেখক হিসেবে দলিল লিখতেন। হঠাৎ মটর সাইকেল দূর্ঘটনায় পা হারিয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেন সে ।

এরপর গেল ২০২২ সালের দিকে প্রভাষ লাইসেন্সটি স্থানান্তরের জন্য জেলা অফিসে আবেদন করেন। পরে তা যাচাই-বাছাই হয়ে কোটচাঁদপুর অফিসে দলিল লেখার অনুমতি প্রদান করেন সংশ্লিষ্ট অফিস। এ বছর

লাইসেন্স নবায়নের জন্য জেলা অফিসে আবেদন করেন প্রভাষ কুমার নন্দি।

বিষয়টি বুধবার সকালে জানতে পারেন সমিতির সদস্যরা। এরপর সমিতির নেতৃবৃন্দরা যান সাব-রেজিষ্ট্রি কর্মকর্তার নিকট। বিষয়টি অবহিত করেন। এরপর জমি রেজিষ্ট্রি বন্ধ করে দেন।

এ ব্যাপারে সমিতির সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ কুমার পাল বলেন,সে পঙ্গু মানুষ হওয়ায় গেল এক বছর মানবিক ভাবে সহায়তা করে ছিলাম। তাঁর লাইসেন্স যেখানে সে ওইখানে গিয়ে কাজ করুক। তাতে আমাদের আপত্তি নাই।

সে মহেশপুরের দলিল লেখক হয়ে, এখানে লাইসেন্স নবায়ন করে কাজ করবে,সেটা হতে পারে না। যতদিন এ সমস্যার সমাধান না হবে আমরা ততদিন দলিল লেখা বন্ধ রাখবো।

জমি রেজিষ্ট্র করতে আসা ভুক্তভোগি মুনসুর আলী বলেন,সকালে এসেছি জমি রেজিষ্ট্রি করতে। তারা কাগজ পত্র টাকা পয়সা নেওয়ার পর এখন বলছে জমি রেজিষ্ট্রি হবে না। তবে কি কারনে হবে না,তা আমাদের বলছে না। এতে করে আমরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছি।

ফাজিলপুর গ্রামের জমি ক্রেতা হোসেন আলী বলেন,রেজিষ্ট্রি করার সব প্রস্তুতি শেষ করে, এখন বলছে রেজিষ্ট্রি হবে না। কারন জানতে চাইলও তারা আমাদের বলছে না। আমরা এখন চরম বিপাকে পড়েছি।

দলিল লেখক প্রভাষ কুমার নন্দি বলেন,আমার লাইসেন্স নাম্বার ১৫৫/২০১৭। এ লাইসেন্সে আমি মহেশপুরে দলিল লেখতাম। দূর্ঘনায় আমি এক পা হারিয়ে যায়। আমি পঙ্গুত্ব বরণ করি। এরপর আমি লাইসেন্স স্থানান্তর করার জন্য,জেলা কর্মকর্তার বরাবর আবেদন করেছিলাম।

সে অনুযায়ী লাইসেন্সটি ওই বছরই পরিবর্তন হয়ে আসে। সে থেকে আমি কোটচাঁদপুর অফিসের আওতায় বৈধ্য লেখক। এখন তারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলেছন। ইতোমধ্যে ওই লেখকরা আমার বিরুদ্ধে একটা মামলাও করেছেন।

কোটচাঁদপুর সাব-রেজিস্টার অফিসের সাব-রেজিস্টার (অতিরিক্ত) মেহেদী আল ইসলাম বলেন, প্রভাষ কুমার নন্দীর লাইসেন্সের অভিযোগে নিয়ে দলিল লেখকরা দলিল লেখা বন্ধ করে দিয়েছেন শুনেছি। তারা বিষয়টি নিয়ে আমার কাছেও এসেছিল। অভিযোগ জানিয়েছেন।

তবে এটা বদলি বা পরিবর্তনের দায়িত্ব আমার না। আমার কাজ বছর শেষে যাদের লাইসেন্স আছে, তাদের লাইসেন্স রিনু করার সহায়তা করা। তাদের কাগজপত্র দেখে শুনে, জেলায় পাঠিয়ে দেয়া। জেলা কর্মকর্তা তা যাচাই-বাছাই করেন।

এরপর কার লাইসেন্স কোথায় যাবে। কোনটা থাকবে, কোনটা বাতিল হবে তা সেটা তিনি নির্ধারন করা। এখানে আমার কোন কাজ নাই।

তিনি বলেন, এরপরও আমি এখানে অতিরিক্ত দায়িত্বে রয়েছি। আমার কাজ জমি রেজিষ্ট্রি করা। এর জন্য উভয় পক্ষকে ডেকে বসবো। মেটানো সম্ভব হলে তা করবো।

এতে করে জমি রেজিষ্ট্রি করতে আসা মানুষেরা হয়রানি হচ্ছে কিনা,এমন প্রশ্নে তিনি বলেন,তা একটু হচ্ছে। তবে আজ এখনো কোন জমি রেজিষ্ট্রির জন্য জমা পড়েনি। তবে শুনেছি ১০ টি দলিল রেজিষ্ট্রির জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে সাপ্তাহিক দিগন্তবাণী ১৪তম বর্ষ পদার্পণ অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ জেলা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক দিগন্তবাণী পত্রিকার ১৪তম বর্ষে পদাপর্ন উপলক্ষে আজ (শনিবার) কোটচাঁদপুরে এক পাঠক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পত্রিকার সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাঃ শাহ জামানের সভাপতিত্বে স্থানীয় পৌর পাঠাগার মিলনায়তনে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিধি ছিলেন সাবেক সরকারি কলেজ অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মোঃ মহসীন আলী।

বিশেষ অতিথি ছিলেন কোটচাঁদপুর আলীয়া কামিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মুফতি মাওঃ আসাদুজ্জামান শের আলী,স্থানীয় পৌরসভার প্যানেল মেয়র মোঃ জাহিদ হোসেন,কবি ও স্থানীয় ইতিহাস লেখক মোঃ আশরাফ উদ্দিন,সাবেক খাদ্য কর্মকর্তা কাজী আব্দাস সালাম, জাতীয় পার্টি

উপজেলা সভাপতি আব্দুল মাজেদ,কলেজ শিক্ষক (অব:) মাওঃ মোঃ অলিয়ার রহমান, কলেজ শিক্ষক মোঃ আলতাফ হোসেন শিক্ষক মোঃ লিয়াকত আলী,শিক্ষক ও আলোর দিগন্ত কোচিং সেন্টার পরিচালক সিলভিনা পারভিন কেকা,শিক্ষিকা পারভিন আক্তার,ব্যবসায়ী মনোজ কুমার শ্মর্মা,মোঃ আজমল হোসেন জোয়ার্দ্দার,সাংবাদিক মোঃ মঈন উদ্দিন, সাংবাদিক আব্দুল্লাহ বাশার,রমজান আলী,রেজাউল ইসলাম রেজা,সাহেব আলী মাতুব্বর,জিজি,নাসিফ আব্দাল্লাহ মোহাম্মদ এবং অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন মোঃ আব্দুল হালিম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক মোঃ আরিফ হোসেন।

কোটচাঁদপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থী এ্যাডঃ শফিকুল আজম খান চঞ্চলের জনসংযোগ

কোটচাঁদপুর শহরের জনসংযোগ চালিয়েছেন, ঝিনাইদহ- ৩ আসেনর সংসদ সদস্য, স্বতন্ত্র প্রার্থী এ্যাডঃ শফিকুল আজম খান চঞ্চল। ভোটারদের কাছে ভোট চাইলেন ট্র্যাক প্রতীকে। এ সময় জয়ের ব্যাপারে আশাও প্রকাশ করেন তিনি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, (কোটচাঁদপুর-মহেশপুর) এ দুই উপজেলা নিয়ে ঝিনাইদহ- ৩ সংসদীয় আসন গঠিত। গেল ১৮ তারিখ প্রতীক বরাদ্ধ করেন নির্বাচন কমিশন। এরপর থেকে প্রার্থীরা ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে। বিতরণ করছেন নির্বাচনী প্রতীক সংম্বলিত লিফলেট।

এর ধারাবাহিকতায় আজ রবিবার বিকেলে কোটচাঁদপুর সোনি আবাসিকের সামনে থেকে জনসংযোগ শুরু করেন সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খান (স্বতন্ত্র প্রার্থী)। এরপর তিনি বলুহর বাসস্ট্যান্ড, কোটচাঁদপুর হাসপাতাল মোড়, ব্রীজঘাট মোড়, বাজারসহ পৌর শহরে জনসংযোগ চালান।

এ সময় সঙ্গে ছিলেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান আলী, সহ-সভাপতি ফারজেল হোসেন মন্ডল, লুৎফর

রহমান, কৃষক লীগ নেতা আনোয়ার হোসেন মুকুল, স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতা লিমন হোসেন, ছাত্রলীগ নেতা রাব্বি হাসান, আল-আমীন হোসেন, প্রদীপ হালদার।

এ সময় নির্বাচন সুষ্ট হলে জয়ী হওয়ার ব্যাপারে আশাও প্রকাশ করেন সংসদ সদস্য।

কোটচাঁদপুরে বিএনপির লিফলেট বিতরণ

ডামি নির্বাচন বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের জনমত তৈরি, দলীয় নেতা কর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা, সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে লিফটের বিতরণ করা হয়েছে।

আজ শনিবার (২৩শে ডিসেম্বর) দুপুরে পৌর শহরের বিভিন্ন এলাকায় কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে এ লিফলেট বিতরণ করা হয়।

লিফলেট বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক পৌর মেয়র এস কে এম সালাহউদ্দিন বুলবুল সিডল, সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, পৌর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক হুমায়ুন কবির মিলন, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মীর্জা টিপু,সাংগঠনিক সম্পাদক (২) শাহাবুদ্দিন সাবু, থানা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক শহীদুল ভুইয়া,পৌর বিএনপির প্রচার সম্পাদক কাজি মোস্তাক, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুল, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ তুফান, পৌর কৃষক দলের আহ্বায়ক কৃষিবিদ ফিরোজ উদ্দিন মানিক ও সদস্য সচিব মিজান সরকার, উপজেলা ছাত্র দলের সদস্য সচিব হুমায়ূন কবির হিরা, পৌর ছাত্র দলের সদস্য সচিব ফজলে রাব্বি, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মনির হোসেন টুটুল, রিয়াজ হোসেন বেনজামিন,নাহিদ হোসেন টিপু, দোড়া ইউনিয়ন যুবদলের আহবায়ক ও সাবেক ইউপি সদস্য মহিদুল ইসলাম,যুবদল নেতা ইমরান,সোহান,ফয়সল,পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক সাইহাফ আল জাবির প্রমুখ, এ সময় উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতা-

কোটচাঁদপুরে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রিজাইডিং,সহকারী প্রিজাইডিং এবং পোলিং অফিসারদের দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে কোটচাঁদপুর সরকারি কে এম এইচ ডিগ্রি কলেজে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন কোন প্রার্থীর পক্ষে কাজ করলে চাকরি হারাবেন। এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা পুলিশ সুপার আজিম-উল-আহসান,জেলা নির্বাচন অফিসার রোকনুজ্জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কোটচাঁদপুর সার্কেল মুন্না বিশ্বাস, মডেল থানার অফিসার ইনর্চাজ সৈয়দ আল-মামুন, উপজেলা নির্বাচন অফিসার আবদুল আজিজ প্রমুখ।

এ সময় ভোট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, শিক্ষক, সাংবাদিক সহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।